সংবাদ

তারিখ ...25.2.84...
পৃষ্ঠা... ...4 কলাম...7...

021

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আবেদন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চলতি শিক্ষা মৌসুমে প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সকল বই বিনামূল্যে এবং চতুর্থ শ্রেণীর বই অর্ধেক মূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সকল বই বিতরণ শেষ হওয়ার কথা। কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রাজবাড়ীর কয়েকটি স্কুলে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে "বাংলা" একখানা মাত্র বই দেওয়া হইয়াছে। আর কোন বই দেওয়া হয় নাই। আজ ১ খানা আবার ১ মাস পর আরেক খানা এমনভাবে বই বিতরণ করিলে ছেলেমেয়েদের অভিভাবকগণ বাজার হইতে চড়া দাম দিয়া বই ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এই সব বিতরণকৃত বইই আবার বাজার ছাইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর ২২শে নভেম্বর আনুমানিক ভিত্তিক একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া জেলা প্রশাসকদের নিকট বইয়ের হিসাব প্রেরণ করিয়াছিলেন আনুমানিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে পৌর এলাকায় গড়ে প্রতিস্কুলে ৭৫ জন এবং পৌর এলাকার বাহিরে ৬০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে গড়ে ৪৫ জন বাহিরে ৪০ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৩০ জন বাহিরে ২৫ জন ছাত্র/ছাত্রী ধরা হইয়াছে। পৌর এলাকার জনগণ চিরদিনই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। তাহারাই পৌর এলাকার বিভিন্ন সরকারী স্কুলে ভর্তি হয় যাহাদের সামর্থ আছে যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল। গ্রামের বেশির ভাগ লোকই গরীব। তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭০/৮০ জনই দরিদ্র ক্ষেত মজুর। তাহাদের পক্ষে বাজার থেকে চড়া দাম দিয়া বই ক্রয় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদি পৌর এলাকার বাহিরে গড়ে প্রতি স্কুলে ৭০ জন, ৪৫ জন এবং ৩০ জন করে দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশের সাধারণ দরিদ্র জনসাধারণ তাহাদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখাইতে পারিবে। কারণ ৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি--আপনারা গ্রামকে বাঁচান,